টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd. No. C. 853

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৫২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৬ই মে, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণের প্রশ্নে মতানৈক্য—ছাত্রপরিষদের শরিকে শরিকে সংঘর্ষ

২ জন আহত, ১ জন ধৃত—অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ

জিয়াগঞ্জ, ১২ই মে—গতকাল শ্রীপৎ সিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তের অবসর গ্রহণের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এবং তাঁর কার্যের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধির দাবীতে ছাত্রপরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধের ডাক দেওয়া হয় এবং বন্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কলেজের মেন গেটে তালা মেরে দেওয়া হয়। ছাত্রপরিষদের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং যুবকংগ্রেস সমর্থক একদল যুবক ছাত্রপরিষদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানান এবং কলেজের গেটের তালা খুলে দিয়ে পুনরায় ক্লাশ শুরু করার ব্যাপারে কলেজের সামনে জমায়েত হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের সময় উভয়পক্ষ চেন, লাঠি, ছোড়া, লোহার রড, বোমা, পাইপগান ইত্যাদি প্রকাশ্যে ব্যবহার করে। পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা আয়ত্বে আসে। সংঘর্ষের সময় ছোড়া এবং চেনের আঘাতে ধ্রুব রায় সহ দুইজন গুরুতরভাবে জখম হয় এবং পাইপগান-সমেত পুলিশ একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

শহরের অবস্থা বর্তমানে থমথমে। বন্ধ এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি ফলে যে কোন সময় আবার সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। শহরে সি, আর, পি মোতায়েন করা হয়েছে। গেটে তালা লাগিয়ে দেবার ফলে নৈশ বিভাগের ক্লাশ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ট্রেনে দুর্বৃত্তদের বেপরোয়া আক্রমণ

ধুলিয়ান, ১৫ই মে—গত ১৩ই মে রাত্রি প্রায় ন'টার সময় ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণরত ফরাক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ভদ্রমহিলার গলা হতে হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে ঐ পরিবারের একটি যুবক দুর্বৃত্তদের বাধা দিলে তারা যুবকটির ডান হাতে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ট্রেনটি ধুলিয়ান ষ্টেশনে পৌঁছালে পরিবারের লোকেরা ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে সমস্ত ঘটনা জানান এবং স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিবারটিকে ফরাক্কায় পাঠিয়ে দিতে সাহায্য করেন।

এই লাইনে প্রায়ই এই ধরণের রাহাজানি, ছিনতাই চলছে। রাত্রের ট্রেনে বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্বেও অদ্যাবধি কোনও দুর্বৃত্ত ধরা না পড়ার কারণ রহস্যজনক। ঘটনার সময় চার/পাঁচজন বন্দুকধারী পুলিশ ছিল কিন্তু ঘটনার কোনও কিনারা সম্ভবপর হয়নি বলে প্রকাশ।

দুর্বৃত্ত প্রতিরোধে প্রাণান্ত

সাগরদীঘি, ১১ই মে—গতকাল রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় একদল দুর্বৃত্ত এই থানার কুমর্খি গ্রামে শ্রীঅনিল মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। সংবাদ পেয়ে ঐ গ্রামের স্বেচ্ছা-প্রতিরোধবাহিনী ছুটে যায়। দুর্বৃত্তেরা তাদের লক্ষ্য করে একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করে। ফলে স্বেচ্ছা-প্রতিরোধবাহিনীর শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (৩৮) নিম্নাঙ্গে গুরুতর আঘাত পান। সাগরদীঘি হাসপাতালে আনার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য রঘুনাথগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠান হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ জনকল্যাণ কথা স্বপন সমান শিহরিত বঙ্গ অঙ্গ, নাচে শয়তান ॥

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পশ্চিমবঙ্গবাসী বড় সাধেই ডাকিয়া আনিয়া রাজ্যপাট তুলিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসী শাসন মানুষের নানা দিক দিয়া অশান্তি ও মানসিক উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাঁহারা বুঝিলেন, যে দুর্ভাগ্য জমা আছে—'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে, আছে যে ভাগ্যে লিখা'। দলীয় কোন্দল রাজ্যের সুদিনের অভ্যুদয়কে দুর্ভাগ্যের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল। তাই নির্মম ইতিহাস সে শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বাজাইয়া আবার বর্তমান কংগ্রেস শাসনের পথ খুলিয়া দিল।

হইলে কি হইবে? বর্তমান শাসনও কণ্টকমুক্ত হয় নাই। তবে এই কণ্টক স্বরোপিত। বাংলার যুবগোষ্ঠীই কংগ্রেসী শাসন কায়েমের পুরোধা ছিলেন। সেই কংগ্রেসী যুবগোষ্ঠী আজ আবার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই দ্বন্দ্ব এখন এক বারুদ-স্তূপে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ সামান্যতম স্ফুলিঙ্গে তাহা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইবে।

আজকাল দ্বন্দ্ব-কলহের প্রস্তুতি বা রূপায়ণ বাচনিক নয়, অস্ত্রশস্ত্রের। নকশালী কাণ্ডে যে কংগ্রেস যথেষ্ট নিন্দা-ধিক্কার এক শ্রেণীর যুব-সমাজকে দিয়াছিলেন, সেই রাজ্য কংগ্রেসই আজ স্বদলীয় যুব-সমাজের অগ্নিবর্ষী প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ না করিয়া এমন এক পন্থা খুঁজিতেছেন, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ কংগ্রেসী মাতব্বরদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার সরলার্থ এই যে, এক চাঁই অপর চাঁইকে বাড়িতে না দিয়া মণ্ডল মহাশয় হইতে চাহেন। সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় যুবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙ্গন ধরাইয়া এবং তাঁহাদের সংহতি নষ্ট করিয়া আপন আপন পথের পথিক করিয়া লইতেছেন। ইহাতেই অশান্তির নবসূচনা হইয়াছে। স্বার্থমনা নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীরা যুব-সমাজের ঐক্যে আঘাত হানিয়া, কায়েমী স্বার্থ ভোগ করিতে চাহেন—ইহা অনস্বীকার্য। এই যুব-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নূতন মনীষা কংগ্রেস দলের সংস্কার করুক, নবশক্তি দান করুক—স্বার্থবাজেরা তাহা হইতে নিজেদের আখের নষ্ট করিবেন না কোন মতেই। তাই আর এক নূতন খুনীদলের উদয় হইতেছে। আর তাহাতে যুবশক্তি অনিবার্যভাবে পঙ্গু হইবে। শ্রীঅরুণ মৈত্রের ক্ষোভ, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের এখানে সেখানে ছুটিয়া বেড়ান তাহা রোধ করিতে পারিবে না।

রাজ্য কংগ্রেসের এই ভাবমূর্তি জনমনে যে ছাপ ফেলিবে তাহা আগামী নির্বাচনে এই দলের পক্ষে শুভদায়ক হইবে বলিয়া মনে হয় না; তেমনই ইহাও ঠিক যে, রাজ্যের জনগণের ভাগ্য বর্তমান শাসনে যে তিমিরে সেই তিমিরে। নেতারা খেলাইবার মাতনে থাকিলে জনকল্যাণ করা যায় কি? যুব-সমাজের কাছে অনুরোধ তাঁহারা ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া রাজ্যের কল্যাণের পথ পরিষ্কার রাখুন।

॥ বেসুরা সুর ॥

চাল ও গমের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যমের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেও এই রাজ্যে অনিয়মিত ও স্বল্প পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ার কেন্দ্রীয় ঐকতানে সর্দার আমজাদ আলী প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেসী এম, পি গণ সামিল হইতে পারেন নাই। কিছুদিন আগে তাঁহারা বেসুরা গাহিয়াছিলেন।

ইহার উপর বিষফোড়া—বাংলাকে সরিষার তেল দেওয়ার পথ রুদ্ধ। বনস্পতিমার্কা স্ফীতোদরেরা বেপরোয়া সরিষা ক্রয় করিয়া বাংলার তেলকলগুলিকে (২৫০ মত) প্রায় অচল করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের তেলকলগুলি বন্ধ হউক, 'ভাগো মার্কা' তেলের (যাহা হইতে সরিষাকে ভাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে) বাজার দর কেজি প্রতি ছয় টাকা হইতে সাতের দিকে পদসঞ্চার করুক, আর কমপক্ষে সিকি লক্ষ তেলকল কর্মী কর্মহীন হউক, তাহাতে কাহার কী?

চাল ও গমের ব্যাপারে ক্ষোভ শেষে সরদার আমজাদ আলীর আর একটি ক্ষোভঃ বনস্পতির জন্য সরিষা ক্রয় বন্ধ হইতেছে না। হইবে কেন? 'তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'। কান পাতিলে শুনা যাইতে পারে—'আরে ভাঈ, সরষোঁ লেতা, লেকিন ঘিউ তো দেতা! ইস্‌সে ভী দিল্ বিগড়্ যাতা! বঙ্গালসে ক্যা ভরোসা!'

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বনাম ভাইস চেয়ারম্যান

(এখন কিন্তু অচল)

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, জমিদার নিত্যকালী দাসীর ম্যানেজার বাবু তারিণী-প্রসাদ ধর মহাশয়, ভাইস-চেয়ারম্যান ও উকিল বাবু নলিনাক্ষ ভারতীর নামে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর এজলাসে যে মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন, তাহার দিন ছিল গত ২৯শে নভেম্বর। যে কাগজে মানহানি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ, তাহা এখনও ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া আগামী ১৩ই ডিসেম্বর দিন পড়িয়াছে। এই মোকর্দ্দমার দৈনন্দিন বিবরণ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা রিপোর্টারের বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা এখনও বলিতেছি, মামলা আপোষ করা উচিত, নচেৎ কোন না কোন পক্ষকে আপশোষ করিতে হইবে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১।৮।১৩২৩ ইং ১৬।১২।১৯১৬

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস" অনিবার্য্য কারণবশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার

বহরমপুর, ৯ই মে—গতকাল বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ হোষ্টেলের কাছে একটি নর্দ্দমা থেকে ১৯ বৎসর বয়স্কা অজ্ঞাতনাম্নী একজন যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে যুবতীটি পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল।

গতকাল রাত্রে জিয়াগঞ্জ শিবতলা ঘাটের কাছে অজ্ঞাতনামা আরও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

উপরোক্ত দুইটি মৃতদেহের শরীরে কোনরকম আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে।

গাছ চাপা পড়ে আহত

বহরমপুর, ১২ই মে—গতকাল সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়ে এখানে রাণীবাগানে একটি মেহেদী গাছ ভেঙ্গে একটি দোকানের উপর পড়লে দোকানদার মদন-মোহন হালদার গুরুতরভাবে আহত হন। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক হাজারখানেক টাকা। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

তাঁত-শিল্পীদের স্মারকলিপি পেশ

নিমতিতা, ৫ই এপ্রিল—ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় সূতা সরবরাহ করতে হবে, সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাঁচার তাগিদে অবিলম্বে খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে—এই দাবী-গুলির ভিত্তিতে গত ৩০শে এপ্রিল সামসেরগঞ্জ, সুতি এবং ফরাক্কা অঞ্চলের তাঁত-শিল্পীরা সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সম্পাদক মহঃ সাজাহান বিশ্বাস এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীস্বপনকুমার সান্যালের নেতৃত্বে বহরমপুরে জেলা-শাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

মহকুমার যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই মে—গত ৬ই মে বহরমপুরে যে ৫৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তাম্রপত্র প্রদান করা হয় তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার সাত জনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল :— ১। শ্রীজগদিন্দ্র-নাথ চৌধুরী—সাগরদীঘি, ২। শ্রীসুধীরকুমার মুখার্জী—রঘুনাথগঞ্জ, ৩। শ্রীভবানীশঙ্কর পাল—অরঙ্গাবাদ, ৪। শ্রীরামকুমার সেন—রঘুনাথগঞ্জ ৫। শ্রীবরুণ-রায়—রঘুনাথগঞ্জ, ৬। শ্রীশ্যামাপদ সিংহ—রঘুনাথগঞ্জ, ৭। শ্রীকুমারবন্ধু উপাধ্যায়— রঘুনাথগঞ্জ।

ধর্মঘট প্রত্যাহার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই মে—পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জঙ্গিপুর পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ দাস আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতির ১৪।৫।৭৩ তারিখের ১৩৮/৪৮ জে, এম নাম্বার চিঠির অনুরোধ-ক্রমে তাঁদের সমিতির প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পত্রিকার নববর্ষে
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই মহকুমার একমাত্র প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আগামী সংখ্যায় ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করছে। এই শুভ মুহূর্তকে স্মারক হিসেবে রাখার জন্যে আমরা পত্রিকাটির নব-রূপায়ণ করছি আমরা অনেক সময় স্থানাভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের খবর দিতে পারি না। নূতন ব্যবস্থায় সে অভাব অনেকাংশে মিটবে। কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায় পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির ফলে বাধ্য হয়ে প্রচলিত বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য শহরে চার টাকা ও সডাক পাঁচ টাকার পরিবর্তে যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও ছ'টাকা করা হল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে এই দীর্ঘ পথযাত্রা সম্ভব হয়েছে। আমরা তাঁদের এই অসামান্য দানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত খতিয়ান নং ৪৩২ দাগ নং ১৫৫ অধীন ১৩ শতক জমি বিক্রয় করা হইবে।

শ্রীসরোজাক্ষ ভট্টাচার্য্য, প্রধান শিক্ষক,
অরঙ্গাবাদ হাই স্কুল,
পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ

স্বল্প সঞ্চয়ের উপর আলোচনাচক্র

অরঙ্গাবাদ, ১০ই মে—গত ৫ই মে জগতাই অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে এস, এন, ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে স্বল্প সঞ্চয়ের উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনাচক্রে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, গ্রামের ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসগুলির ডিপোজিটের পরিমাণ ৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ টাকা করতে হবে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের শতকরা ৮০টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এলে সেই গ্রামকে 'আদর্শ গ্রাম' রূপে গণ্য করা হবে এবং সরকারীভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ঐ সভায় উপস্থিত ১৫ জনই সেভিংস একাউণ্ট খোলেন।

আইন আদালত

নিমতিতা, ১২ই মে—নিমতিতা গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে বাণিজ্য শাখায় একজন শিক্ষক নিয়োগ করলে বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী আদালতের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাঁদের অভিযোগ জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতে দায়ের করলে আদালত ঐ শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সম্প্রতি উভয় পক্ষের শুনানীর পর আদালত ঐ আদেশ বলবৎ রেখে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

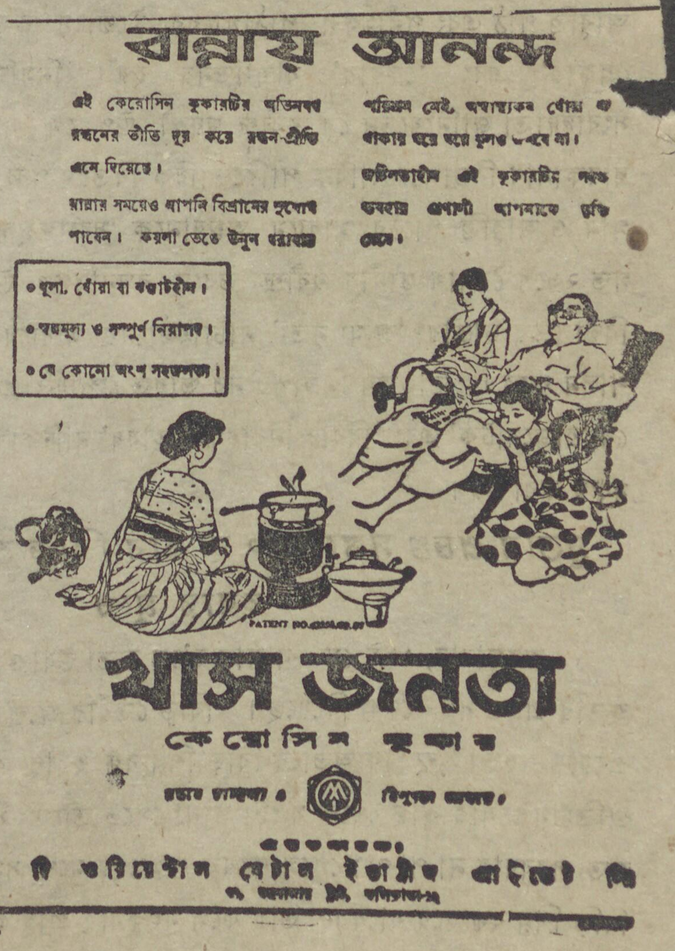

সেম সাইড

—দিলদার

এপরিলের গোড়ার দিকে বকলমে কংগ্রেসের সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুরশিদাবাদ শাখার বিভিন্ন শিক্ষক সদস্য জেলা স্কুল বোরড অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, পরে অনশনে রূপান্তরিত—লক্ষ্য ছিল সংগঠক শিক্ষকদের বঞ্চিত করে বাছাইকারী সদস্যগণ নিজেদের পছন্দ মত পাত্রদের পাত্রস্থ করার অপকৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং উপযুক্ত পাত্রে নিয়োগ-পত্র পাত্রস্থ করার।

হঠাৎ দেখা গেল দুই আনডার এম, এল, এ-র পরিচালনায় একটি দল 'ভক্ত সরকার আর সেখ জালাল, সি, পি, এমের দালাল' বলে চিল্লাতে চিল্লাতে জেলা স্কুল বোরড অফিসের সামনে হাজির। অনেকেই হকচকিয়ে গেলেন। ছুটে এলেন পরিত্রাতা মন্ত্রী আবদুস সাত্তার সংবাদ পেয়ে। আড়ালে বকুনি দিলেন আনডার এম, এল, এ দ্বয় এ্যাণ্ড পারটিকে। সে অনেক কথা। ঘটনাটি বডডো নোংরা বলে লিখলাম না। তবে শুনেছি উক্ত নন্ এম, এল, এ দ্বয় উভয়েই শিক্ষা-ব্যবসায়ী। আবার দুজনেরই লক্ষ্য এক। 'কি করে যে .....', না থাক। (মতামত দিলদারের নিজস্ব)

॥ রবীন্দ্র জয়ন্তী-উৎসব পালন ॥

মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরণের উৎসব এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের খবর এসে পৌছেছে। গনকর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র সংঘের উদ্যোগে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় এবং 'টিপু সুলতান' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। সাগরদীঘিস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে যুব-সম্মিলনী পাঠাগারে আবৃত্তি পাঠ এবং পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের উদ্যোগে কড়াইয়া গ্রামে 'ওয়াগন-ব্রেকার' এবং 'ফেরার' যাত্রাভিনয় হয়। নিমতিতা থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে গত ৮ই মে গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ পর্ব্ব সমাপ্ত হয় এবং নাচ, গান ও আবৃত্তি পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হয়। গত ২৬শে বৈশাখ স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'শ্যামা নৃত্য' নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করে। তাছাড়া মির্জাপুর নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গত ৯ই মে 'রাজযোটক' এবং 'বিবাদ নিবারণী মহৌষধ' নাটিকা দুইটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়।

সুতার প্রচণ্ড সঙ্কটে ৫০ হাজার বিড়ি শ্রমিক বেকার হবার মুখে

অরঙ্গাবাদ, ১২ই মে—বাজার হ'তে সুতা উধাও। এধারে বিড়ি শিল্পে সুতার প্রচণ্ড সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিড়ি তৈরীর জন্যে প্রতিদিন প্রচুর সুতার প্রয়োজন হয়। সুতার অভাবে বিড়ি শিল্প বন্ধ হবার জোগাড়। বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে যতটা জানা গেছে তাতে সরকারের কাছ থেকে সুতা সরবরাহ না পাওয়া গেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে মহকুমার প্রায় ৫০ হাজার বিড়ি শ্রমিক বেকার হবে। এধারে সুতার অভাবে স্থানীয় তাঁত শিল্পীগণ দীর্ঘদিন বেকার গেছে।

॥ মেলা ॥

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই মে—অন্যান্য বারের মত এবারও মহাসমারোহে স্থানীয় তুলসীবিহার বাটীতে তুলসীবিহারী মেলা শুরু হয়েছে। এই মেলায় লোক-সমাগম হচ্ছে প্রচুর।

গত ৮ই মে মির্জাপুরের সন্নিকটে শ্রীশ্রী৺শীতলা তলায় চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন শেষ হয়েছে। ঐ উপলক্ষে গত ৫ই মে বিরাট মেলা বসেছিল। মহোৎসবের শেষ দিনে প্রায় ৭/৮ হাজার মানুষকে অন্নভোগ পরিবেশন করা হয় বলে আমাদের মির্জাপুরের সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে, দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত